পণপুট

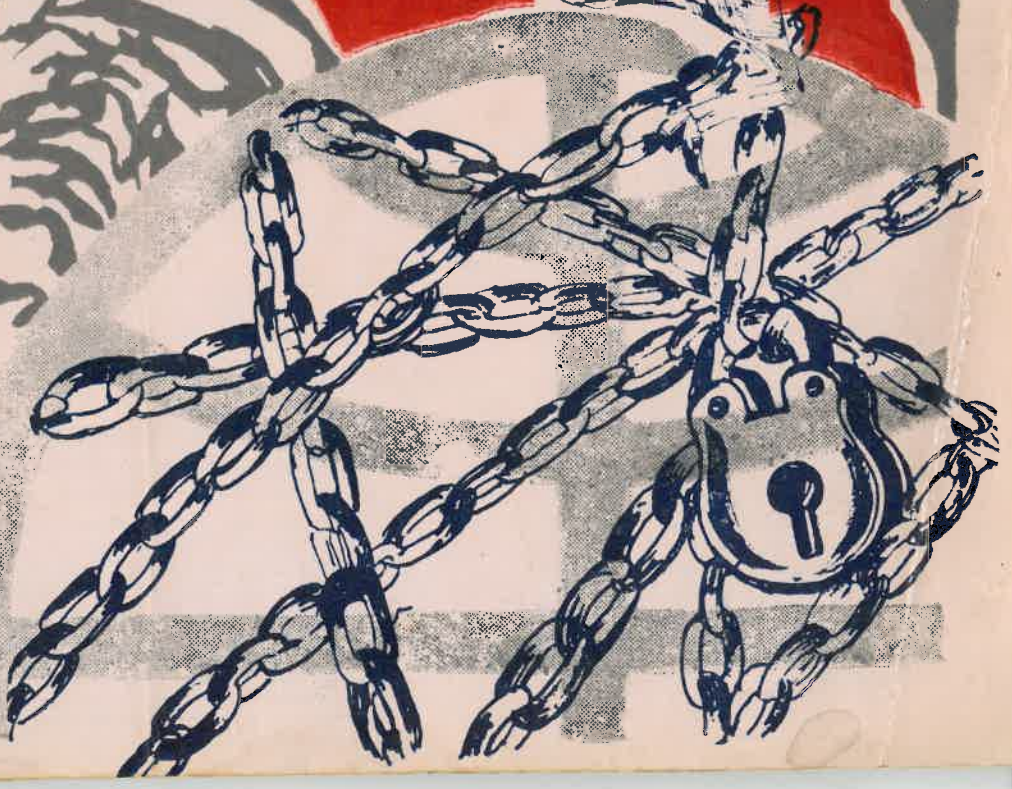

পত্রপু
বর্ধমা
বার্ষিক

☐ প্রবন্ধ ☐

সমাজ বিবর্তন ও সাহিত্যের দিকবদল ☐ স্বাস্থ্যনীক নিকষানন
প্রবন্ধ

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক ভারতীয় রাজনীতি ☐ ডঃ নিমাই প্র
প্রবন্ধ

জাতীয় সংহতি ও রবীন্দ্রনাথ ☐ রজত কান্তি তা প্রবন্ধ ॥

নারীমুক্তি ঃ প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ ☐ অধ্যাপক অরিন্দম চট্টোপাধ্যা
প্রবন্ধ

ঊনিশ শতকের কৃষক আন্দোলন ঃ হরিশ মুখার্জী ও তাঁর সম
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ☐ ত্রিদিব সন্তপা কুণ্ডু প্রবন্ধ

সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম ঃ কিছু কথা কিছু ভাবনা ☐ অতনু হুই
প্রবন্ধ ॥

গ্রামীণ সংস্কৃতি ঃ কল্পনা, না বাস্তব ? ☐ কুন্তলা লাহিড়ী
প্রবন্ধ ॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং আলোড়িত সময় ☐ সুমিতা চক্রবর্তী
প্রবন্ধ ॥ স

প্রসঙ্গ ঃ ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলন—ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে ব
কর্তব্য ☐ আভাস রায়চৌধুরী প্রবন্ধ

CAN CRUCIAL CRISIS CURB COLONIAL CONSPIRA
[] Essay ॥ Ratul Ch

☐ গল্প ☐

হিমেল জোংরী ঃ ডায়রীর পাতা থেকে ☐ বাসব বসাক
ভ্রমণকাহিনী

প্রেম ত্রিশঙ্কু ☐ অজন্তা সাহা গল্প

অপেক্ষা ☐ অদ্বিতী বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প

☐

☐

☐

☐

☐

গ্রামীণ সংস্কৃতি ঃ কল্পনা, না বাস্তব ?

কুন্তলা লাহিড়ি

গ্রামীণ সংস্কৃতি শব্দটির আজকাল বেশ প্রচলন ঘটেছে। কথায় কথায় আমরা শব্দটির ব্যবহার করেই থাকি, হয়তো প্রয়োজনের চেয়েও বেশি ঘন ঘন। মাটির সঙ্গে আমাদের নিবিড় একাত্মবোধ, শিকড়ের প্রতি টান এবং তথাকথিত পেছিয়ে পড়া একদল মানুষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি দেখাবার জন্যেই কি ? গ্রামীণ সংস্কৃতি নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা হয়, সভা-সমিতিতে ফুলদানি সাজিয়ে পণ্ডিতেরা গালভরা আলোচনা করেন, পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ছাপা হয়।

কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃত শব্দটি উচ্চারণের সময়ে আরও একটু গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করলে, কেমন হয় ? অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে গ্রামীণ বলে আলাদা কোনো সংস্কৃতিকে নির্দিষ্টভাবে ধরা খুবই কঠিন। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আলাদাভাবে চেনার মত কোনো মাপকাঠি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ঠিক কোন ধরণের সাংস্কৃতিক আচার-আচরণকে গ্রামীণ' বলবো আমরা ? গ্রাম ও শহরের সেরকম কোনো সুস্পষ্ট পৃথক সংস্কৃতি আদৌ আছে কিনা এবং আমাদের এই ভারতবর্ষে রকম কোনো সাংস্কৃতিক বিভাজন গড়ে উঠেছে কি ? ণ 'গ্রামীণ' সংস্কৃতি বললেই পয়সার অন্য পিঠের মতন যায় 'শহুরে' সংস্কৃতির কথা। যে কোন সংস্কৃতি ?

আদৌ তেমন কোনো সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে কি এদেশে ? বা গোটা তৃতীয় দুনিয়ায় ? সংস্কৃতি কি 'গ্রামীণ বা 'শহুরে' এই দুই পৃথক ধরণের, না একান্তভাবেই সর্বজনীন ?

আসুন, একটু গভীরে গিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের মূল যুক্তি হল এই যে, একান্তভাবে 'গ্রামীণ' সংস্কৃতি বলে কিছুই নেই। কারণ গ্রাম ও শহরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার কোনো বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি আমাদের হাতে নেই। চিরাচরিত সনাতনী সংস্কৃতির ধারা নগর জীবনে ফল্গুস্রোতের মত নীরবিচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে যেমন, তেমনি শহুরে আচার-আচরণ ও চিন্তাভাবনারও যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছে গ্রামীণ মানস ও সমাজ জীবনে। গ্রাম ও শহরকে আমরা আলাদা করি কিভাবে ? আমাদের অনুভূতিতে ধানের ক্ষেত, খড়ে ছাওয়া কুঁড়েঘরে। এঁকেবেঁকে উধাও হয়ে যাওয়া পায়ে চলার সরু পথ, সন্ধ্যেবেলায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, মিষ্টি-মিষ্টি পাখির গান ও সঙ্গে ঝিরি ঝিরি গাছের ডাল নাড়ানো বাতাস, শরতের পরিচ্ছন্ন আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ভেসে যাওয়ার সঙ্গে ঢাকের বাদ্যি, পৌষের পিঠে-পুলি-পাটালিগুড় বা চৈত্রের গাজন প্রভৃতি নানা বিষয় মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরী হয়ে আসে গ্রামের মানস প্রতিমা। দেশ চালান যে কর্তারা, তাঁদের তো এরকম ছবি নিয়ে কারবার নয়, তাই তাঁরা সেনসাস্ অর্থাৎ জনগণনা কমিশনের হাতে শহর ও গ্রামকে আলাদা করে চিহ্নিত করার দায়ত্ব দিয়েছেন। অনেক ভেবেচিন্তে, নানাদিক বিচার করে, বহুবার পরিবর্তনের পর, শহরের সংজ্ঞা নির্ধারণের চারটি মাপকাঠি এই কমিশন নির্ণয় করেছেন। তাঁদের মতে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া, স্টেশন কমিটি বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মত নির্দিষ্ট একটা পৌরসংস্থা থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও পাঁচ হাজার বা তার চেয়ে বেশি লোকসংখ্যা হলেই সেই জনবসতিকে শহর বলা যাবে। তবে তার সঙ্গে আরও থাকতে হবে প্রতি বর্গমাইলে এক হাজারের বেশি মানুষ, মোট কর্মরত জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের অকৃষিমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত, এবং আরও কিছু প্রকট 'শহুরে' বৈশিষ্ট্য—যা দেখেশুনে সিদ্ধান্ত করবেন একমাত্র ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। ঠিক কিসের ভিত্তিতে যে জনগণনা

মিশন পাঁচ হাজার জনসংখ্যা, প্রতিবর্গমাইলে এক হাজার ঘনত্ব, বা তিন-চতুর্থাংশ প্রভৃতি চৌকাঠগুলোকে বেছে য়েছেন তা বলা কঠিন। গোটা দেশের সামগ্রিক জনঘনত্ব জনবৃদ্ধির হার প্রভৃতি বিষয়; বড় বড় গ্রামে এক সঙ্গে বাসের ঐতিহ্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক বিষয়; কৃষক-সমাজে ষের জমি-সংগঠনের মতন কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ের বিচার রে এসব মাপকাঠি ঠিক করার কথা। সেক্ষেত্রে মনে হওয়া াভাবিক যে এই মাপকাঠিগুলোকে নিয়ে বর্তমান রিপ্রেক্ষিতে আরও অনেক চিন্তাভাবনা করার সুযোগ আছে না। যেমন ধরুন ১৮৯১ সালে সেনসাস্ কর্তারা ঠিক রেন যে পাঁচ হাজার জনবসতিগুলোকে 'শহর' বলা হবে। ার পরে ৯৭ বছর কেটে গেছে; এতগুলো বছরে দেশের নসংখ্যাও বেড়েছে দ্রুত হারে এবং তার ফলে শহুরে ও ামীণ দু-ধরণের জনবসতিগুলোই আয়তনে বেড়েছে। অথচ পরোক্ত নির্ণায়ক মাপকাঠিগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ানো প্রয়োজন বোধ করেননি সেনসাস কর্তৃপক্ষ! গ্রামা-লের উচ্চ জনবৃদ্ধির হারের ফলশ্রুতি হিসেবে বড় বড় গ্রাম-লো চিহ্নিত হচ্ছে 'শহর' হিসেবে শুধু জনসংখ্যা বেশি—এই ক্তিতে। ১৯৮১ সালে সম্পাদিত গত সেনসাসে এই বিষয়টা াশেষ করে লক্ষ্য করা গেছে। শুধু বর্ধমান জেলাতেই খছি সেনসাস্ শহরের সংখ্যা ১৯৭১ থেকে ১৯৮১, এই ণ বছরে লাফিয়ে বেড়েছে বাইশ থেকে আটচল্লিশ! এসব ঞ্চলে ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি শহরে' মন ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধে থাকার কথা তার অধিকাংশই নুপস্থিত এসব তথাকথিত শহরে। সেনসাসে বর্ণিত রকম ছোটো ছোটো অসংখ্য শহরগুলোর বেশির ভাগই াধা-গ্রাম, যা শুধুমাত্র কয়েকটা আন্দাজী চৌকাঠ পেরিয়েছে লে 'শহর' আখ্যা পাবার অধিকার পেয়েছে। অর্থাৎ হরত্ব অর্জন করার আগেই খেতাব লাভ! এই প্রসঙ্গেই লে আসে সেনসাস কর্তৃক ধার্য শেষের মাপকাঠিটির কথা। ানো একজন বিশেষ ব্যক্তির বিচার-বিবেচনার ওপরে নির্ভর রে সাবজেকটিভ ভিত্তিতে কোন বসতিকে 'শহর' আখ্যা ওয়া চলে কি? পুরো ব্যাপারটাই ফলে হয়ে উঠেছে হা গোলমেলে; শহরের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে বসে শহুরে বৈশিষ্ট্য খোঁজা নিতান্তই হাস্যকর ও করুণ ব্যাপার। এ যেন সেই বিখ্যাত 'Catch-22' পরিস্থিতি: শহরে বৈশিষ্ট্য দেখে শহর আখ্যা দেবো নাকি শহর হয়ে উঠতে পারলেই তাতে শহুরে বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে? তাহলে আসুন দেখি একটা জনবসতি কিভাবে শহর হয়ে ওঠে।

গ্রাম থেকে শহরে পরিণত হবার সময়ে কতকগুলো সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। খুব সূক্ষ্ম এই পরিবর্তন-গুলো, ঘটতেও থাকে খুব ধীরে ধীরে, কিন্তু এদের মিলিত ফল সৃষ্টি করে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের সমাজ। সমাজ-তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা তাই গ্রাম ও শহরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে নয়টি মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন—জীবিকা, পরিবেশ, জনগোষ্ঠীর আয়তন, জনঘনত্ব, জাতিগত সমতা ও বৈষম্য, সামাজিক চলনশীলতা, জনসংখ্যার চলনশীলতা, সামাজিক স্তরীভবন ও বিভাজন, এবং সামাজিক মেলামেশা ঘাত-প্রতিঘাতের (interaction) বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যা। লক্ষ্য করার মত বিষয় হল এই যে সেনসাস কর্তারা কিন্তু তাঁদের খেয়ালে রেখেছেন ওপরে বলা মাপকাঠিগুলোর বেশ কয়েকটিকে। বাদ দিয়েছেন সম্ভবত সেগুলোকে, যেগুলো পরিমাণ করা কঠিন, বা যেগুলোর বিষয়ে পরিসংখ্যান যোগাড় করা কঠিন। এখানেই তফাৎ সেনসাসের প্রকৃতক্ষেত্রে 'কাজ চালানোর' সংজ্ঞা (operational definition) এবং সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে। তবে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিও যথেষ্ট সরলীকৃত। এই বিচারে গ্রামীণ ও নগর (urban) সমাজকে পৃথক করে চিহ্নিত করা আপাতভাবে কঠিন নয়। যেমন, জীবিকার বৈশিষ্ট্য দুই সমাজে স্পষ্টতই দুরকম: গ্রামীণ সমাজ প্রধানত কৃষিকাজে নিয়োজিত মানুষদের নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে শহরে শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, নানারকম চাকুরি ও সেবামূলক কাজকর্মে নিযুক্ত মানুষেরই প্রাধান্য। সেনসাসে এই বিষয়টি বিচার করা হয়েছে। জীবিকার মত অন্যান্য বিষয়গুলোতেও গ্রাম ও শহরের পার্থক্য চোখে পড়ার মত। গ্রামের ব্যক্তি ও সমাজের ওপর প্রকৃতির আধিপত্য রয়েছে; মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কও প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। শহর সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দূরত্ব বাড়তে থাকে। চূড়ান্ত নগর মনস্ক মানুষ

প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, সুনির্মিত ইট, কাঠ কংক্রীটের চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলো আয়তনে ছোটো—যত বেশি ছোটো গ্রাম্যতাও তত বেশি। আবার একই দেশে, একই কালে, গ্রামের জনঘনত্ব শহরের চেয়ে অনেক কম। জনঘনত্ব ও গ্রাম্যতার মধ্যে যেন এক বিপরীত মুখী সম্পর্ক রয়েছে, একটি বাড়লে অপরটি কমে। আবার প্রাচীনপন্থী গ্রামীণ সমাজে জাতিগত মিশ্রণ কম, সমতা বেশি। শহরে এসে জড়ো হচ্ছে নানাদেশের নানারকম মানুষ—ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষার এক অপূর্ব বৈচিত্র চোখে পড়ে সেখানে। গ্রামীণ সমাজে জীবিকাগত ও বর্ণগত সবধরণের চলনশীলতার মাত্রা কম অন্যদিকে শহরের বাতাসে মুক্তির স্বাদ-city air makes a man free'—মুচির ছেলেকে মুচি হতেই হবে এমন কোনো সামাজিক শৃঙ্খল শহরে নেই। ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও পছন্দ অনুযায়ী জীবিকা বেছে নেবার স্বাধীনতা আছে শহরের প্রতিটি মানুষেরই। শুধু তাই নয়; শহরের মানুষের মধ্যে আরও আছে স্থানগত চলনশীলতা, শহরের মানুষ ঘন ঘন ঠাঁই বদলায় অন্তত গ্রামের মানুষের চেয়ে বেশি তো বটেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক স্ট্যাটাস ও আয় বাড়া-কমার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয় শহরের কোন অংশে তার বাসস্থান হবে। অন্যদিকে গ্রামের মানুষ কর্পদকহীন অবস্থাতেও আঁকড়ে ধরতে চায় পিতৃপুরুষের ভিটেটুকুকে। সমাজে তার নির্দেশিত স্থানের মতই গ্রামের নির্দিষ্ট পাড়া বা মহল্লায় তার বাসস্থানও অমোঘ অপরিবর্তনীয়। অথচ একই সঙ্গে এও সত্যি যে গ্রামের সমাজ কম বিভক্ত। জাত-পাতের বিভাগ সত্ত্বেও গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ, কুয়োতলা বা পুকুরের ঘাটে বড় ছোটোর ভেদ মুছে যায়, কিন্তু শহরে এমনটি হওয়া কঠিন। সেখানে মানুষে মানুষে ফারাক প্রকট, দশতলা ফ্ল্যাটের বাবু আর পেছনদিকের বস্তির মানুষগুলোর কোনো মিলই নেই। আয় অনুযায়ী শহরের সমাজ কতকগুলো স্তরে বিভাজিত। সর্বোপরি গ্রামীণ সমাজে মেলামেশা ও ঘাত-প্রতিঘাতের এলাকা সংকীর্ণতর। পরিবারের জ্ঞাতিদের মধ্যে প্রাথমিক মেলামেশার ভূমিকাই প্রধান, পারস্পরিক সম্পর্কগুলোও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ব্যক্তিগত স্থায়ী ও আন্তরিক। 'মানুষের মেলামেশা মানুষের সঙ্গে 'man is interacted as a human being'! অথচ শহরের লোকটি প্রতিদিন অসংখ্য মুখের সংস্পর্শে আসছেন-ভোরবেলায় কাগজটি যে দিয়ে গেল তার থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটের অজস্র চেনা-অচেনা-আধচেনা মুখ যাদের সম্পর্কে তিনি সামান্যই জানেন বা জানতে আগ্রহী। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তিনি নানা নৈর্ব্যক্তিক ও অস্থায়ী তাৎক্ষণিক সম্পর্ক গড়ছেন যার গভীরতা ও আন্তরিকতা বড়ই কম, হয়তো অপ্রয়োজনীয়ও। অসংখ্য মানুষের ভীড়ে শহুরে মানুষ বড়জোর একটা সংখ্যা বা 'ঠিকানা' মাত্র এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এই অপরিচয়ের পাঁচিল সৃষ্টি করছে এক বিপন্ন নামহীনতা, সমাজতাত্ত্বিক লুই ওয়ার্থ যাকে বলছেন 'anomie'।

ওপরের যুক্তিগুলো শতকরা একশভাগ সঠিক, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে গ্রাম শহরের বিভাজক এই মাপকাঠিগুলোর কোনটিই চূড়ান্ত সত্য নয়, প্রতিটিই ব্যবহার করা সম্ভব একমাত্র আপেক্ষিক অর্থে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্ন মাত্রায় একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করছে এক বিশিষ্ট নাগর জীবন-যাত্রার ধরণ বা দিয়ে গ্রাম-শহরের তফাৎ করা সম্ভব—এই তাত্ত্বিক চিন্তাধারাও আজকাল তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন। জনসংখ্যা, ঘনত্ব, জাতি-বর্ণগত সংমিশ্রণ, বিভাজন ও চলনশীলতা যত বাড়ে ততই শহুরে মানুষের জীবনযাত্রায় এক বিশিষ্টতা দেখা দেয় একথা প্রমাণ করতে গেলে গ্রাম্য ও শহুরে দুটি পৃথক টাইপ, এই দ্বি-বিভাগ বা ডাইকটমি প্রকল্প হিসেবে নিতে হয়। ওপরের যুক্তিগুলো যেন শুরুতেই ধরে নিয়েছে যে গ্রাম ও শহর, তা তৎসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য সমূহ, যেন পরস্পর বিরোধী, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ দুটি সেট। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়। গুণগত ভেদ থাকলেও গ্রাম-শহরের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের নয়, বরং তারা একই পরিমাণ মাত্রায় দুই প্রান্তসীমা, আপেক্ষিক বর্ণনোপযোগী এক অনবচ্ছেদ বিষয় (continuum)। এ যেন সেই এক মাপকাঠি যার দুটি প্রান্ত পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই, গ্রামীণ সমাজের

লো ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, কমে আসছে তাদের
াবং তার জায়গায় ঢুকে পড়ছে শহরের বৈশিষ্টগুলো।
ান্তের মধ্যের বিভাজন রেখা বা সীমারেখা সুচিহ্নিত
া ও কালো দুই ই সত্য কিন্তু ধূসর রঙের ঠিক কোন
গয়ে সাদার শেষ ও কালোর শুরু হয়? ওপরে
রা বৈশিষ্টগুলোর ঠিক কোনখানে সেই সীমানা যার
গ্রাম অন্যপ্রান্তে শহর। এই যুক্তিকে আরও এক
য়ে নিয়ে কোনো কোনো পণ্ডিত আজকাল বলতে
রছেন গ্রাম ও শহর আদৌ দুই বিপরীত বিন্দু নয়;
সীমানা খুঁজে পাওয়া কঠিন কারণ একটির মধ্যেই
ই লীন হয়ে আছে অন্যটির বৈশিষ্টগুলো। গ্রামের
য়েছে শহরেপনা, আবার শহরেও গ্রাম্যতা থাকে
শুধু ডিগ্রীতে। অর্থাৎ গ্রামীণ ও নগর-সংস্কৃতির
যদি কিছু আদৌ থেকেও থাকে তা শুধুমাত্র পরিমাণ
ণগত নয়। ঠিক এই কারণেই সেনসাসের ধরাবাঁধা
কুলিয়ে ওঠে না আমাদের। এই কারণেই প্রচলিত
সর মাপকাঠিগুলোর অদলবদল করলেও আমরা সঠিক
সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো না। বড় গ্রাম আর
শহর এদের ঠিকমত আলাদা না করতে পেরে সমাজ-
রা খুঁতখুঁত করতেই থাকবেন।

সমস্যাটির শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দিক নয়; বাস্তব দিকগুলোও
র্ণ। গ্রাম বা শহর কোনো শূন্যের মধ্যে নেই,
য়েছে নির্দিষ্ট দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং
কথা আলোচনা করার সময়ে খেয়াল রাখতে হবে
দেশের, কোন কালের গ্রাম বা শহরের, কথা হচ্ছে।
বা শহর যাই হোক না কেন, এই বৃহত্তর সামাজিক
প্রেক্ষিতকে ভুলে গেলে চলবে না কারণ এর বৈশিষ্ট্য-
ই প্রতিফলিত হবে গ্রামীণ বা নাগর সমাজ সংস্কৃতিতে।
শ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সমাজ-
াতে এনেছিল আমূল পরিবর্তন, যার জের চলছে
ও। এরই ফলশ্রুতি শিল্পোত্তর (post-industrial),
অর্থনীতিসম্পন্ন দেশগুলো। এসব দেশে প্রাযুক্তিক
আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে দ্রুত পরিবহণ-
ার প্রসারের মাধ্যমে শহরগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।
ইনার সিটি বা ভেতর-শহর এলাকা এখন ঘিঞ্জি গরীবপাড়া,
বাসস্থান হিসেবে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো পছন্দ করছে শহর-
তলী এলাকাগুলোকে, শহর ছড়িয়ে পড়তে পড়তে রূপ নিচ্ছে
এক বিস্তৃত শহরতলীর; 'thousand suburbs in
search of a city'—এই উক্তি শুধু লস এঞ্জেলেস
সম্পর্কেই সত্য নয়। আধা-গ্রামীণ এসব বসবাসের এলাকার
বিস্তার যে শুধুমাত্র নগরায়ণের স্বাভাবিক প্রকাশ তাই নয়,
কোনো কোনো ক্ষেত্রে রীতিমত পরিকল্পিতভাবে এ ধরণের
এলাকা গড়ে তোলা হচ্ছে। ব্রিটেনের 'নিউটাউন'গুলোতে
ঘটেছে গ্রামীণ ও নগর পরিবেশের এক আশ্চর্য মিশ্রণ।
আবার সুবিশাল মহানগরীর চারিদিকে রাখা হচ্ছে ভবিষ্যতের
প্রসার-এলাকা; গ্রীনবেল্ট বা বাফার-জোন। এসব এলাকা-
গুলোর প্রকৃতি যে কেমন, গ্রামীণ না শহুরে, তা সঠিকভাবে
বলা দুরূহ। সুতরাং আধুনিককালের শিল্পোন্নত পশ্চিমী
দুনিয়ায় দেখা যাচ্ছে গ্রাম ও শহরকে কোনভাবেই আলাদা
করা সম্ভব না। আর এই প্রাথমিক কাজটুকু না করতে
পারলে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আলাদা করে চিহ্নিত করবো কি
করে?

পশ্চিমী দুনিয়ায় না হোক, তৃতীয় দুনিয়ায় দেশগুলোতে
কি গ্রাম ও শহরকে আলাদা করা সম্ভব? আপাত দৃষ্টিতে
মনে হয় এসব দেশের গ্রামীণ ও নাগর পরিবেশে আকাশ-
পাতাল তফাৎ, পাকা রাস্তা, ইলেকট্রিকের বাতি, উন্নত
পরিবহণব্যবস্থা, কোথাও কোথাও আকাশচুম্বী অট্টালিকা
এমনকি পাতাল রেল পর্যন্ত সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্যে শহর
ও গ্রামের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পণ্ডিতেরা
তো মনেই করেন শহরগুলো যেন এসব দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ
সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে আঁকা ছোট্ট ছোট্ট কতকগুলো দ্বীপমাত্র।
এমনকি গ্রামের অর্থনীতির সঙ্গেও তাদের বিশেষ যোগ নেই।
অথচ তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ
শহরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেঁধিয়ে আছে গ্রাম, এদেরকে পশ্চিমী অর্থে
শহর' হয়ে উঠতে দিচ্ছে না কিছুতেই। শহরগুলো হয়ে
রয়েছে আধা-গ্রাম। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠছে না।
আর 'গ্রামীণ' তো দূরের কথা, এখন ইনস্যাটের কল্যাণে
পাওয়া দূরদর্শন সংস্কৃতি, যা কিনা গ্রাম ও শহরের সমানভাবে
ছড়িয়ে পড়ছে সরকারী দাক্ষিণ্যে, সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে
এক সমীষা সংস্কৃতি।

কিন্তু কেন এমন হল? ভারত, তথা শিল্প-পূর্ব সমাজগুলোতে কেন দেখছি এমন ছন্ন শহর? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এসব দেশের নগরায়ণের ঐতিহাসিক ধারার পর্যালোচনা করলে, পশ্চিমী ধাঁচের থেকে যা মূলতঃ ভিন্ন। ব্রিটিশ আমলের আগে পর্যন্ত ভারতের গ্রামগুলো ছিল অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। গ্রাম ও শহরের মধ্যে ছিল দেওয়া নেওয়ার এক সুস্থ বাতাবরণ। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণে পুরনো শহরগুলো, যেগুলোর অধিকাংশই ছিল রাজাদের শাসনকেন্দ্র, ধর্মস্থান, অথবা দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, ক্রমশ মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। পরিবর্তে জন্ম নিল এক নতুন নগর-ব্যবস্থা। এর ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যের চিরাচরিত পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল ইংরেজ শাসনকালে। এই আমলে গ্রামগুলো কাঁচামালের উৎস ও বাজার ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, অধিকাংশ দ্বিতীয়স্তরের প্রাক্রিয়াজাত উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হল পূর্বভারতে, কোলকাতা বন্দর ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে, এবং অনুরূপভাবে ভারতের অন্যান্য অংশের বন্দর শহরগুলোর কাছাকাছি। গ্রাম ও শহরের মধ্যে আদান-প্রদান পরিচালিত হত অসম বিনিময় হারের মাধ্যমে যাতে গ্রামগুলো বঞ্চিত হতে থাকে ক্রমাগত। গ্রামগুলো আরও ছিল ভূমিরাজস্বের উৎস এবং সুলভ শ্রমিকের যোগানদার। কিন্তু শহরের সমৃদ্ধির ছিটেফোঁটা ভাগও পায়নি তারা। ফলে শহরের সঙ্গে গ্রামের সুস্থ পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক ঘুচে গেল। বঙ্গ দেশের কথাই ধরুন। ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে কোলকাতা শহরের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে একদিকে, আর অন্যদিকে বহুদূর পৌঁছয়ে পড়েছে গ্রামগুলো, সেই অমোঘ বাণীর মত, যেন সমস্ত শরীরকে বঞ্চিত করে সব রক্ত জমা হচ্ছে মুখে। কিন্তু তবুও পাশ্চাত্যের শহরগুলোর সঙ্গে কোলকাতার বা সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোর কোনো তুলনা চলেনা, কারণ এদের গড়ে ওঠার পেছনের কারণগুলো এক নয়। এদের গড়ে ওঠার ছাঁদ আলাদা। তৃতীয় বিশ্বের মহানগরীগুলোতে প্রধানত ভীড় করেছিল অনুপস্থিত ভূস্বামীরা—যাদের মূল শেকড় থেকে গিয়েছিল গ্রামেতেই। এছাড়াও আসতে শুরু করলো কৃষিজমি থেকে উৎখাত হওয়া অদক্ষ শ্রমিকের দল। কোলকাতা শহরটা হয়ে রইল একটা অকালপক্ক, প্রি-ম্যাচিওর মেট্রোপলিস, অথবা একটা বেশি বেড়ে যাওয়া গ্রাম (over-grown village)! এই শহরের মজ্জায় মজ্জায় তাই ঢুকে রয়েছে গ্রাম; লণ্ডন, প্যারিস, কি নিউ ইয়র্কের মত মহানগরীর সঙ্গে তাই কোলকাতার তুলনা চলে না। বরঞ্চ কোলকাতার সঙ্গে হয়তো মিল পাওয়া যাবে কায়রো, জাকার্তা বা ম্যানিলার। লক্ষ্য করুন প্রতিটি মহানগরীই বেড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ছত্রছায়ায়; প্রতিটিই নিজের নিজের দেশের শহরগুলোর মধ্যে সম্রাটের আসনে আসীন, যার ধারে কাছে পৌঁছায় না অন্য কোন শহর; প্রতিটিই বাড়তে বাড়তে প্রায় বিস্ফোরণের সেই বিপদজনক সীমায় পৌঁছে গেছে যেখানে ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপের সঙ্গে শহরের সুযোগ-সুবিধাগুলো তাল রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তবুও গ্রাম থেকে শহরের দিকে আসা এই স্রোত কমবার কোন লক্ষণ নেই এখনও। শুধু পশ্চিমবঙ্গ কি ভারত নয়; সমস্ত তৃতীয় বিশ্বে চোখে পড়বে এই একই ধাঁচ।

'গ্রামীণ' সংস্কৃতির কথা না বলে আমাদের তাই বলা ভালো দারিদ্র্যের সংস্কৃতির কথা যে দারিদ্র্যের রূপ সর্বজনীন—গ্রাম ও শহরে, শহর থেকে শহরে এবং গ্রাম থেকে গ্রামে। তেমন কোনো শহুরে সংস্কৃতি আলাদা করে গড়ে ওঠে নি এ দেশে, তাই গ্রাম ও শহর, শহর ও গ্রাম—এ দুটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করাও মুশকিল। তেমনই কঠিন 'গ্রামীণ' সংস্কৃতির স্বরূপ খুঁজে বের করা। গ্রাম থেকে ভেঙে আসা খেতমজুর, ভাগচাষী ও প্রান্তিক চাষীদের অন্ন সংস্থান কেন্দ্রে গ্রাম শহরের সমস্থিতি একান্তভাবে সত্য। ভূমিভিত্তিক মধ্যবিত্তদের শহর বা চাষের খেত থেকে ওপড়ানো শেকড়-বিহীন মানুষদের শহর কি কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে গ্রাম থেকে? এগুলো তাই 'cities of peasants'—শহরের রাস্তায় এককোণে বস্তি-ঝুপ্পি-ঝোপড়িতে, রেললাইনের ধারে, খালপারে, ব্রিজের নীচে কোনমতে টিকে থাকার অবিরত সংগ্রামে মগ্ন মানুষদের শহর।

গ্রামীণ' সংস্কৃতি তাই বিরাট বড় একটা 'মিথ', কল্পনার জালে বোনা গল্পমাত্র, এর বেশি কিছু নয়। এই কারণেই আমাদের মনে হয় কোলকাতায় কি একটা যেন নেই, বা আছে, যা লণ্ডনে, নিউ ইয়র্কে, আছে বা নেই। এই প্রশ্নের উত্তর নাগর বা গ্রামীণ সংস্কৃতির পর্যালোচনায় খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সামাজিক-সংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে শহর গ্রামগুলোতে যে রূপান্তরণ অবিরাম ঘটে চলেছে তা নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো বিষয়টির সঠিক দিক নির্ণয় সম্ভব। □